সমকাল

তারিখ 27 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শ্যামল কান্তির পদত্যাগপত্র নেওয়া হয় জোর করে

■ সমকাল প্রতিবেদক

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী পৃথক তদন্ত প্রতিবেদন অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে জমা দিয়েছে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি। বুধ ও বৃহস্পতিবার প্রতিবেদন দুটি জমা দেওয়া হয়।

অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে দুই তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু সমকালকে জানিয়েছেন: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাঠানো প্রতিবেদনে মতামতসহ চার দফা সুপারিশ রয়েছে। এ ছাড়া জেলা প্রশাসন তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। হলফনামা করে প্রতিবেদন দুটি রোববার আদালতে উপস্থাপন করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লাঞ্ছিত স্কুলশিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের কাছ থেকে জোর করে পদত্যাগপত্র আদায় করে ছিল পরিচালনা কমিটি। যে ছাত্রের বক্তব্যের ভিত্তিতে বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তির বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছিল, সেই শিক্ষার্থীও 'একেক সময় একেক কথা বলেছে'। তার বক্তব্যে অনেক গরমিল পাওয়া গেছে এবং বক্তব্য অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। তা ছাড়া ওইদিন কোনো একটি পক্ষ মসজিদের মাইক ব্যবহার করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছিল। যে প্রক্রিয়ায় শ্যামল কান্তিকে বরখাস্ত করা হয় তা বিধিবহির্ভূত। এ কারণেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনে করে তিনি স্বপদে বহাল থাকতে পারেন। পাশাপাশি বিষয়টি তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করতে প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ এবং নারায়ণগঞ্জের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুস জামান স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিযোগকারী ছাত্র

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৬

শ্যামল কান্তির

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

রিফাত হাসানের স্কুল কমিটির সামনে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও গণমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্য এবং রিফাতের মায়ের লিখিত অভিযোগ ও মৌখিক অভিযোগে গরমিল লক্ষ্য করা গেছে। তাই বিতর্কিত বিষয়টির 'সত্যতা গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগপত্র জোর করে আদায় ও সাময়িক বরখাস্তের বিষয়টি আইনসিদ্ধ হয়নি, তাই তিনি স্বপদে বহাল আছেন বলে বিবেচিত হতে পারে।

গত ১৮ মে হাইকোর্ট নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৩ দিনের মধ্যে তা জানানোর নির্দেশ দেন। কমিটির তদন্তের ভিত্তিতেই শ্যামল কান্তিকে স্বপদে পুনর্বহালের পাশাপাশি ওই স্কুলের পরিচালনা পর্ষদ বাতিলের ঘোষণা দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। পরে তিনি সংবাদিকদের বলেন, শিক্ষক শ্যামল কান্তিকে লাঞ্ছিত করার আগে ধর্ম অবমাননার যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, প্রাথমিক তদন্তে তার সত্যতা মেলেনি। ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে গত ১৩ মে স্কুল প্রাঙ্গণে শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে মারধর করে একদল লোক। পরে তাকে কান ধরিয়ে ওঠবস করান স্থানীয় এমপি সেলিম ওসমান। দেশজুড়ে ওই ঘটনার প্রতিবাদ ও দোষীদের বিচার দাবির মধ্যেই ওই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করে স্কুল কর্তৃপক্ষ।